তারিখ ..29 DEC..2005...
পৃষ্ঠা ......৭ কলাম..... ৬......

দৈনিক
ইনকিলাব

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী

দেশের বেসরকাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের দাবীতে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে বেসরকারী শিক্ষকদের একটি সমিতির ব্যানারে তারা মিছিল সমাবেশ, শহীদ মিনারে অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন। কাফনের কাপড় পরে রাজপথে মিছিল, অতঃপর আমরণ অনশনের মত কর্মসূচী, এমন কি দাবী আদায়ের লক্ষ্যে স্বেচ্ছামরণের কর্মসূচীও গ্রহণ করেছে আন্দোলনকারীরা। ইতিপূর্বে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বিভিন্ন দফায় আন্দোলন চালিয়ে সরকার অথবা বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের আশ্বাস, সান্ত্বনা ও প্রতিশ্রুতি শুনে বাড়ী ফিরতে হয়েছে। ২০০১ সালে বিগত সরকারের শেষ বছরেও বেসরকারী শিক্ষকরা নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে অনুরূপ আন্দোলন করেছিলেন। তখনো বেসরকারী শিক্ষকদের নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল শুধুই সুবিধাবাদি ভূমিকা পালন করে। যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যূনতম সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখে আমাদের উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনকে যথার্থভাবে বিকশিত করা মোটেও সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বৃহদাংশই বেসরকারী শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ কথা সমান প্রযোজ্য। বর্তমানে দেশে প্রায় চল্লিশ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ১৯ হাজার বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। এসব শিক্ষকের মাসিক বেতন একজন ৫ম শ্রেণীর কর্মচারী অথবা মফস্বলের একজন দিনমজুরের পারিশ্রমিকের চেয়েও কম। সংসারের অভাব-অনটনের গ্লানি বুকে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদানের মত মহৎ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবীর সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন প্রদত্ত সুপারিশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কথাও সত্য যে, দেশে বিভিন্ন স্তরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেমন অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনেও একশ্রেণীর লোকের অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যও কাজ করে। বেসরকারী শিক্ষকদের দাবীর প্রেক্ষিতে অনেকে পাল্টা যুক্তি হিসেবে এ তথ্য দাঁড় করালেও আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, হয় সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদ্যালয়গামী সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে যথেচ্ছ বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সুযোগ রুদ্ধ করে দেবে নতুবা এসব শিক্ষকদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বেতন-ভাতার আওতায় আনবে। অন্যদিকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সমানসংখ্যক বেসরকারী ইবতেদায়ী মাদ্রাসাও দেশে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে, এসব ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা ও ন্যূনতম বেতন-ভাতার সুবিধাবঞ্চিত অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের অধিকারের প্রশ্নেও প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমানে আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা বলে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। যদিও শিক্ষার মানোন্নয়নে এই সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ তেমন কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে কোন উপাত্তই আমরা খুঁজে পাইনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে কিছু সরকারী পদক্ষেপ বেশ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে বৈষম্যসমূহ দূর করতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষায় সার্বিক অর্থে প্রকৃত মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এই প্রেক্ষাপটেই বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা হোক। পাশাপাশি এসব বিদ্যালয়কে সঠিক নিয়ন্ত্রণ তথা প্রয়োজনীয় তদারকির আওতায় এনে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধ করা যেতে পারে। হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক বছরের পর বছর ধরে রাজপথে আন্দোলন করে ন্যূনতম মানবিক দাবী আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছেন তাদের অধীনে থাকা লাখ লাখ শিক্ষার্থীর সুশিক্ষার প্রতি তারা কতটুকু যত্নশীল হবেন তা সহজেই অনুমেয়। এসব শিক্ষকের পাঠদান ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে তাদের চাকরি জাতীয়করণ করা যেতে পারে। আন্দোলনরত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করতে সরকারের অতিরিক্ত প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি টাকা লাগবে বলে জানা যায়। আমাদের মোট জাতীয় বাজেটে এই পরিমাণ অর্থ খুব বড় অংকের নয়। আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ দেশের শতকরা ১০০ ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ভুক্ত করার সরকারী সময়সীমা বাস্তবায়ন করতে হলে এসব বিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় সরকারী সহায়তা প্রদান করতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ১৯৯৪-৯৫ এবং ২০০১ সালেও অনুরূপ আন্দোলন, ধর্মঘট ও অনশন পালন করেন কিন্তু প্রতিবারই তারা মৌখিক আশ্বাস অথবা সামান্য বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা নিয়ে বাড়ী ফিরছেন। বিগত সরকারের আমলে ২০০১ সালে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা রাজধানীর ওসমানী উদ্যানে আমরণ অনশন ধর্মঘটে গেলে অনেক শিক্ষককে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সে সময় বিরোধীদলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাদের দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। এখন বর্তমান সরকারের শেষ বছরে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা আবারো আমরণ অনশনে গেল, এখন প্রধানমন্ত্রী কি বলবেন? আমরা প্রধানমন্ত্রী অথবা বিরোধী নেত্রীদের কোন আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কথা বলছি না। তবে বেসরকারী শিক্ষকদের ইস্যুটির একটি স্থায়ী ও যুক্তিসম্মত সমাধান করা হোক– তা কামনা করি।